এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতা দিতিস্তদা। হৃতে ত্রিপিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্য্যতপ্যদনাথবৎ॥
একদা কশ্যপ স্তস্যা আশ্রমং ভগবানগাৎ। নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধের্বিরতশ্চিরাৎ॥ ১॥
সপত্নীং দীনবদনাং কৃতাসন পরিগ্রহঃ। সভাজিতো যথা ন্যায়মিদমাহ কুরুদ্বহ॥ ২॥
অপ্যভদ্রং ন বিপ্রাণাং ভদ্রে লোকেঽধুনাগতং। ন ধর্ম্মস্য নলোকস্য মৃত্যোশ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ॥ ৩॥
অপি বা কুশলং কিঞ্চিদ্গৃহেষু গৃহমেধিনি। ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য যত্র যোগোহ্যযোগিনাং॥ ৪॥
অপি বা তিথয়োঽভ্যেত্য কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া। গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যুত্থানেন বা ক্বচিৎ॥৫॥

শ্রীধরস্বামী।

ইদানীং শ্রীবামনাবতার প্রসঙ্গমাহ এবমিত্যাদি যাবৎ সমাপ্তি। নষ্টেষু অদৃশ্যেষু সৎসু॥ ১॥

স কশ্যপঃ পত্নীমিদমাহ॥ ২॥

দীনবদনত্বাদিকমালোক্য বহুধা বিকল্পয়ন্ পৃচ্ছতি অপ্যভদ্রমিতি সপ্তভিঃ। হে ভদ্রে মৃত্যোশ্ছন্দমিচ্ছামনুবর্ত্তত ইতি তথা মৃত্যু বশবর্ত্তিনোজনস্যেতার্থঃ॥ ৩॥

হে গৃহমেধিনি অপি বা কিম্বা গৃহেষু ধর্ম্মাদেঃ কিঞ্চিদকুশলমিতি কা কা প্রশ্নঃ যত্র যেষু গৃহেষু অযোগিনামপি যোগঃ স্বধর্ম্মাদিনা যোগফলং ভবতি॥ ৪॥

কিং বা ত্বয়া অপূজিতা এবাভ্যেত্য গৃহাদ্যাতাঃ॥ ৫॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অপি প্রশ্নে। বিপ্রাণামভদ্রং নাগতং ন প্রাপ্তং নবা ধর্ম্মস্য নবা লোকস্য। লোকং বিশিনষ্টি। মৃত্যোশ্ছন্দানুবর্ত্তিন ইতি॥ ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ষোড়শে কশ্যপপ্রশ্নৈরদিতি স্তং ন্যবেদয়ৎ। স্বপুত্র দুঃখ তচ্ছান্ত্যৈ স প্রোবাচ পয়োব্রতং। নষ্টেষু অদৃষ্টেষু সৎসু॥ ১॥

স কশ্যপঃ॥ ২॥

দীন বদনত্বাদেঃ কারণং বিকল্পয়ন্ বহুধা পৃচ্ছতি। অপ্যভদ্রমিতি সপ্তভিঃ। অপীতি প্রশ্নে। বিপ্রাণামভদ্রং নাগতং ন প্রাপ্তং নবা ধর্ম্মস্য ন বা লোকস্য লোকং বিশিনষ্টি। মৃত্যোশ্ছন্দ মিচ্ছামনুবর্ত্তত ইতি তস্য॥ ৩॥

অকুশলং বা ধর্ম্মাদেঃ। যত্র গৃহেষু অযোগিনাং কর্ম্মিণামপি যোগঃ যোগফলপ্রাপ্তিঃ॥ ৪॥

প্রত্যুত্থানেনাপ্যপূজিতা॥ ৫॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! দেবগণ উক্ত প্রকারে অদর্শন হইলে এবং দৈত্যবর্গ স্বর্গ হরণ করিয়া লইলে দেবমাতা অদিতি অনাথার ন্যায় হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতেছিলেন তাঁহার পতি প্রজাপতি কশ্যপ বহুকালের পর সমাধি হইতে বিরত হইয়া এক দিন তদীয় নিরুৎসব নিরানন্দ আশ্রমে গমন করিলেন॥ ১॥

এবং যথা বিধি পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহানন্তর পত্নীর ম্লান বদন দর্শনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ২॥

ভদ্রে! লোকমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? ধর্ম্মের ত কোন অভদ্র হয় নাই? আর মৃত্যুর বশবর্ত্তি লোকদের ত কোন অশুভ হয় নাই?॥ ৩॥

অথবা তোমার গৃহে ধর্ম্ম অর্থ কামের ত কোন অকুশল হয় নাই? হে গৃহমেধিনি! গৃহাশ্রম সামান্য নহে, তাহাতে অযোগিদিগেরও স্বধর্ম্মাদি দ্বারা যোগ ফল লভ্য হয়॥ ৪॥

হে সুন্দরি! এমত ম্লান কেন? তুমি কুটুম্বাসক্তা ছিলে, কোন অতিথি আসিয়া প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা পূজিত না হইয়াই কি গৃহে হইতে গিয়াছেন?॥ ৫॥

গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চ্চিতাঃ সলিলৈরপি। যদি নির্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥ ৬ ॥
অপ্যগ্নয়স্তু বেলায়াং ন হুতা হবিষা সতি। ত্বয়োদ্বিগ্নধিয়া ভদ্রে প্রোষিতে ময়ি কর্হিচিৎ ॥
যৎ পূজয়া কামদুঘান্ যাতিলোকান্ গৃহান্বিতঃ। ব্রাহ্মণোঽগ্নিশ্চ বৈ বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবাত্মনোমুখং ॥৭॥
অপি সর্ব্বে কুশলিন স্তব পুত্রা মনস্বিনি। লক্ষয়ে স্বস্থমাত্মানং ভবত্যা লক্ষণৈরহং ॥ ৮ ॥
শ্রীঅদিতিরুবাচ ॥
ভদ্রং দ্বিজগবাং ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্যাস্য জনস্যচ। ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং গৃহমেধিন্ গৃহা ইমে ॥ ৯ ॥
অগ্নয়োঽতিথয়ো ভৃত্যা ভিক্ষবো যে বলীপ্সবঃ। সর্ব্বং ভগবতো ব্রহ্মন্নুধ্যানান্নরিষ্যতি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নার্চ্চিতাঃ অনর্চ্চিতাঃ সন্তো যদি নির্গচ্ছন্তি ফেরুরাজঃ শৃগালনাথ স্তদীয় বিবর তুল্যাঃ ॥ ৬ ॥
বেলায়াং হোমকালে কর্হিচিন্ন হুতাঃ কিং ॥ ৭ ॥
ভবত্যা আত্মানং মনঃ অস্বস্থমপ্রকৃতিস্থং লক্ষণৈ র্মুখম্লান্যাদিভি র্লক্ষয়ামি ॥ ৮ ॥
অস্বাস্থ্য কারণমন্যদস্তীতি বক্তুং তৎপৃষ্টমভদ্রাদিকং নাস্তীত্যাহ ভদ্রমিতি দ্বাভ্যাং ইমে গৃহা স্ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং উদ্ভবস্থানং ত্রিবর্গোঽপি যথবদ্বার্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
ভগবত স্তবানুধ্যানং যন্ময়া ক্রিয়তে তস্মাদগ্নয়োঽতিথয় ইত্যাদি সর্ব্বং নরিষ্যতি ন হীয়তে ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

দ্বিজগবামিতি দ্বিজোপলক্ষণত্বাদ্গ্যাবোপি পৃষ্টা ইত্যভিপ্রায়াৎ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বমিত্যাদৌ তথাপি পুত্রগতদুঃখং ভবত্যেবাপরাধ ইতি ভাবঃ ॥ ১০। ১১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ফেরুঃ শৃগালঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥
ত্রিবর্গস্য ক্ষেত্রং উদ্ভব স্থানং ত্রিবর্গোপি যথোচিতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
ভগবত স্তব। তৎ কর্ম্মকাদনুধ্যানান্নরিষ্যতি ন হীয়তে ॥ ১০। ১১ ॥

গৃহ হইতে অথিতি বিমুখ হওয়া অতিশয় অনিষ্টের কারণ, যে সকল গৃহে অতিথি আসিয়া জল দ্বারাও অর্চ্চিত না হইয়া নির্গত হয়, সে সকল গৃহ শৃগালরাজের বিবর তুল্য ॥ ৬ ॥

হে সতি! তোমার বিমনস্কতার কারণ কি? আমি প্রবাসস্থ হওয়াতে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্তা থাকিতে, তাহাতে কি কোন দিন যথা কালে হবির্দ্বারা অগ্নিত্রয়ে হোম করিতে বিস্মৃত হইয়াছ? গৃহি ব্যক্তির অগ্নিত্রয়ে হোম করা আবশ্যক বটে, কারণ ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সর্ব্ব দেবময় বিষ্ণুর মুখ, অগ্নির অর্চ্চনা দ্বারা গৃহস্থ ব্যক্তিরা কামদুঘ লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হে মনস্বিনি! তোমার পুত্রেরা ত সকলে কুশলী? মুখম্লানতাদি লক্ষণ দ্বারা বোধ হইতেছে তোমার অন্তঃকরণ যেন প্রকৃতিস্থ নহে, বল না এ রূপ অন্যমনস্কতার কারণ কি? ॥ ৮ ॥

অদিতি কহিলেন ব্রহ্মন্! গো ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম এবং সকল লোকেরই মঙ্গল। অপর হে গৃহমেধিন্! যে গৃহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের উদ্ভবস্থান, তাহারও কুশল, অর্থাৎ ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গও যথাবৎ নির্ব্বাহ হইতেছে ॥ ৯ ॥

আর আমি যে আপনার ধ্যান করি তাহাতেই অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষু প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি বলি বাঞ্ছা করে সকলই পরিতৃপ্ত আছে ॥ ১০ ॥

কোন্নু মে ভগবন্ কামো নসংপদ্যেত মানসঃ। যস্যা ভবান্ প্রজাধ্যক্ষ এবং ধর্ম্মান্ প্রভাষতে ॥ ১১
তবৈব মারীচ মনঃ শরীরজাঃ প্রজা ইমাঃ সত্ত্ব রজ স্তমো জুষঃ।
সমো ভবাং স্তাসু সুরাদিষু প্রভো তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
তস্মাদীশে ভজন্ত্যা মে শ্রেয়শ্চিন্তয় সুব্রত। হৃতশ্রিয়ো হৃতস্থানান্ সপত্নৈঃ পাহি নঃ প্রভো ॥
পরৈর্বিবাসিতা সাহং মগ্না ব্যসনসাগরে। ঐশ্বর্য্যং শ্রীর্যশঃ স্থানং হৃতানি প্রবলৈর্ম্মম।
যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্মমাত্মজাঃ। তথা বিধেহি কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃত্তম ॥ ১৩ ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা কস্ত্বামাহ স্ময়ন্নিব। অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়িতুমাহ কোন্বিতি ॥ ১১ ॥
সম্পাদ্যং কামমাহ তবৈবেতি চতুর্ভিঃ ॥ ১২ ॥
সপত্নৈ র্দৈত্যৈর্হৃতা শ্রীর্যেষাং। হৃতং স্থানং যেষাং ইতি পুত্রাভিপ্রায়েণ বহুবচনং ॥১৩ ॥
কঃ কশ্যপঃ প্রথমং তাবৎ পুত্রস্নেহং ত্যাজয়িতুং বিস্ময় ব্যাজেন তত্ত্বমুপদিশতি অহো ইতি সার্দ্ধেন ॥ ১৪ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

মারীচেতি পিতৃ ক্রমাগত প্রভাবং সূচয়তি ॥ ১২ ॥
নন্নু তে শ্রীমন্তাঃ নতু ভক্তাস্তত্রাহ তস্মাদীশেতি ॥ ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

তদপি কৃপয়া যদ্যেবং পৃচ্ছসি তর্হি মদ্দুঃখোপশমন্তয়া সুকর এবেত্যাহ তবৈবেতি চতুর্ভিঃ মহেশ্বরো ভগবান্ জগতি সর্ব্বত্র সমোপি ভক্তং যথা ভজতে তথৈব ত্বং পুত্রেষু মধ্যে ভক্তিমন্তমিন্দ্রং পালয়িতুমর্হসীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥
ন ইতি পুত্র সাহিত্যাদ্বহুবচনং ॥ ১৩ ॥
কঃ কশ্যপ ইবেতি বস্তুতো নস্ময়মানঃ তস্যাদুঃখেনাস্ত দুঃখিতত্বাৎ ॥
আত্মা জীবঃ প্রকৃতেঃ প্রাকৃতাদ্দেহাৎ পরোঽন্যঃ ॥১৪ ॥

হে ভগবন্! আপনি আমার প্রজাধ্যক্ষ এবং এই রূপ ধর্ম্ম উপদেশ করেন, আমার মানস কাম সম্পন্ন না হইবে কেন? ॥ ১১ ॥

হে মরীচি তনয়! প্রজা সকল আপনারই মনঃ ও শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্ত্ব রজঃ অথবা তমোগুণ অবলম্বন করে, দেবাদি সেই সকল সন্তানে যদিও আপনার সমান ভাব তথাপি মহেশ্বর ভক্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অতএব আমি ভক্তি করিয়া আপনার ভজনা করিতেছি, আমার কল্যাণ চিন্তা করিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! আমার সপত্নীপুত্র দৈত্যগণ আমার তনয়দিগের শ্রী ও স্থান অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করুন। অপর দিতির পুত্রেরা আমাকে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছে তাহাতে আমিও দুঃখ সাগরে মগ্না হইয়া রহিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! দানবেরা প্রবল হইয়া আমার তনয়দিগের ঐশ্বর্য্য, যশঃ শ্রী এবং স্থান যাহা যাহা হরণ করিয়া লইয়াছে আমার সন্তানেরা যে রূপে সে সকল পুনরায় প্রাপ্ত হয়, হে কল্যাণকারিন্! স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা সেই কল্যাণ বিধান করিতে আজ্ঞা হউক ॥ ১৩ ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! অদিতি কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভ্যর্থিত হইয়া প্রজাপতি কশ্যপ বিস্মি-

ক্ব দেহো ভৌতিকো নাত্মা ক্বচাত্মা প্রকৃতেপরঃ। কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এবহি কারণং ॥১৪॥
উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দ্দনং। সর্ব্বভূত গুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুং ॥ ১৫ ॥
স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্দীনানুকম্পনঃ। অমোঘা ভগবৎসেবা নেতরেতি মতির্ম্মম ॥ ১৬ ॥
শ্রীঅদিতিরুবাচ ॥
কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মন্নুপস্থাস্যে জগদ্গুরুং। যথা মে সত্য সংকল্পো বিদধ্যাৎ স মনোরথং ॥
আদিশ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিধিং তদুপরাধনং। আশুতুষ্যতি মে দেব সীদন্ত্যা সহ পুত্রকৈঃ ॥ ১৭ ॥
শ্রীকশ্যপ উবাচ ॥
এতন্মে ভগবান্ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ। যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণং ॥১৮॥

শ্রীধরস্বামী।

অত্রাপরিতুষ্যন্তীং প্রত্যাহ উপতিষ্ঠস্বেতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৫ ॥
নন্বেবং ভূতকামপ্রাপ্তি হেতু র্দেবতান্তরসেবা প্রসিদ্ধা তত্রাহ অমোঘেতি ॥ ১৬ ॥
যথাচ মে মনোরথং বিদধ্যাৎ যথাচ মে আশু তুষ্যতি তথা তৎ সেবা প্রকারমাদিশ ॥ ১৭ ॥
ময়া পৃষ্টঃ পদ্মজো মে যদ্ব্রতমাহ এতত্তে প্রবক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

তদপি পুত্রস্নেহেন রুদতীং কৃপয়া পুনরাহ। উপতিষ্ঠস্বেতি পুরুষং বস্তুতঃ পতিং অহন্তু তে লৌকিক এব পতিরিতি ভাবঃ। ভগবন্তং সর্ব্বজ্ঞমিতি ত্বং পুত্রাণাং কল্যাণোপায়ং সএব জানাতীতি ভাবঃ। জননাম্নোঽসুরস্যার্দ্দনং ত্বৎসপত্নান্ হন্তুমপি সএব সমর্থ ইতি ভাবঃ। জনং স্বভক্তং বলিং ত্রিলোকীমর্দ্দিষ্যতি ইন্দ্রার্থং যাচিষ্যতে ইতি তমিতি তু বাস্তবোঽর্থঃ। সর্ব্ব ভূতেতি বলেরন্তঃকরণং প্রের্য্য গুরুহেলনমপি সএব তং কারয়িষ্যতে ইতি ভাবঃ। বসুদেবে শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভবতীতি বাসুদেবমিতি ভক্ত্যা স্বান্তঃকরণং শুদ্ধীকৃত্য তত্রৈব তং ধ্যায়ন্ত্যাং ত্বয়ি স দয়াসিন্ধুরাবির্ভবিতুমপি নবিলম্বিষ্যতে ইতি ভাবঃ। জগদ্গুরুমিতি তব মম বলেরিন্দ্রস্য সর্ব্বজগতোপি গঙ্গাপ্রাদুর্ভাবাদিনা হিতং বিধাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥
হরিস্ত্বদ্দুঃখহর্ত্তা ॥ ১৬ ॥
সত্যঃ সঙ্কল্পো যস্মাৎ ॥ ১৭। ১৮ ॥

তের ন্যায় হওত বলিলেন অহো ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া কি বলবতী! কি আশ্চর্য্য এই জগৎ স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়াছে! ভদ্রে! ভৌতিক অনাত্মা দেহ কোথায়? এবং প্রকৃতির পরবর্ত্তী আত্মাই বা কোথায়? পতি পুত্রাদিই বা কে? এবং কাহারই পতি পুত্রাদি? মোহই ঐ সকলের কারণ ॥ ১৪ ॥

হে রাজন্! মহর্ষি ঐ রূপ তত্ত্বোপদেশ করিয়া দেখিলেন অদিতির তাহাতে পরিতোষ জন্মিল না, অতএব পুনরায় কহিলেন ভদ্রে! সকল ভূতের অন্তর্যামি জগদ্গুরু আদি পুরুষ বাসুদেব ভগবান্ জনার্দ্দনের উপাসনা করহ ॥ ১৫ ॥

তিনি দীনানুকম্পন, অবশ্য তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন, আমার নিশ্চয় জানা আছে, ভগবৎ সেবাই অমোঘ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই অমোঘ নহে ॥ ১৬ ॥

এতৎ শ্রবণে অদিতি পরিতুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন ব্রহ্মন্! কি প্রকার বিধি দ্বারা জগৎগুরু ভগবানের উপাসনা করিব? যে রূপে সত্য সংকল্প সেই হরি আমার মনোরথ পূর্ণ করেন এবং পুত্রগণ সহ অবসন্না হইতেছি যে আমি আমার প্রতি আশু প্রীত হন, সেই রূপ তাঁহার উপাসনা বিধি উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক ॥ ১৭ ॥

কশ্যপ কহিলেন ভদ্রে! আমি পূর্ব্বে প্রজা কামনা করিয়া ভগবান্ পদ্মযোনিকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে কেশবতোষণ যে ব্রত উপদেশ করেন তোমাকে সেইব্রত বলিতেছি ॥১৮

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতং। অর্চ্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
সিনীবাল্যাং মৃদালিপ্য স্নায়াৎ ক্রোড়বিদীর্ণয়া। যদি লভ্যেত বৈ শ্রোতস্যেতন্মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২০॥
ত্বং দেব্যাদি বরাহেণ রসায়াঃ স্থানমিচ্ছতা। উদ্ধৃতাসি নমস্তুভ্যং পাপ্মানং মে প্রণাশয় ॥ ২১ ॥
নিবর্ত্তিতাত্ম নিয়মো দেবমর্চ্চেৎ সমাহিতঃ। অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্য্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি ॥২২॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহীয়সে। সর্ব্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে ॥ ২৩ ॥
নমোঽব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধান পুরুষায়চ। চতুর্বিংশদ্গুণজ্ঞায় গুণসংখ্যানহেতবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অমলে শুক্লে ॥ ১৯ ॥
তত্রাদৌ পূর্ব্বেদ্যুঃ কৃত্যমাহ সিনীবাল্যামিত্যাদিনা ব্রহ্মচার্য্যথ তদ্রাত্র্যামিত্যন্তেন গ্রন্থেন যদি লভ্যেত তর্হি ক্রোড়বিদীর্ণয়া বরাহোৎখাতয়া আলিপ্য ॥ ২০ ॥
তত্র মন্ত্রঃ ত্বং দেবীতি। হে দেবি ত্বং রসায়া উদ্ধৃতাসি ॥ ২১ ॥
নিবর্ত্তিত আত্মনিয়মো নিত্যনৈমিত্তিকো যেন ॥ ২২ ॥
অত্রাবাহনাদৌ নবমন্ত্রানাহ নমস্তুভ্য মিতি। পাদ্যাদৌ বিশেষতস্তু দ্বাদশাক্ষরং বক্ষ্যতি ॥ ২৩ ॥
চতুর্ব্বিংশতি গুণাস্তত্ত্বানি তানি জানাতীতি তথা তস্মৈ গুণসংখ্যানস্য হেতবে সাংখ্যপ্রবর্ত্তকায় ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

পয়সা ব্রতং যস্য সঃ পয়ঃপায়ীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
তত্রাদৌ পূর্ব্বেদ্যুঃ কৃত্যমাহ সিনীবাল্যামমাবাস্যায়াং ক্রোড়বিদীর্ণয়া বরাহোৎখাতয়া মৃদা। যদি লভ্যেতৈতৎকাকাক্ষি গোলক ন্যায়েনোভয়ত্রান্বিতং ॥ ২০ ॥
তত্রাবাহনাদৌ নবমন্ত্রানাহ নম ইতি ॥ ২১। ২২। ২৩ ॥
চতুর্ব্বিংশতি গুণান্ বৈশেষিকোক্তান্ রূপাদীন্ সাংখ্যোক্তানি তত্ত্বানি বা জানাতীতি তস্মৈ। গুণসংখ্যানস্য সাংখ্যশাস্ত্রস্য হেতবে প্রবর্ত্তকায় ॥ ২৪ ॥

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশাহ পয়োব্রত করিবে। তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবান্ পদ্মলোচনের অর্চ্চনা করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

হে কল্যাণি! যদি লভ্য হয়, বরাহোৎখাত মৃত্তিকা দ্বারা অমাবস্যার দিবসে লেপন করিয়া স্রোতোজলে স্নান করিবে! স্নান কালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে ॥ ২০ ॥

"হে দেবি! স্থান ইচ্ছা করিয়া আদি বরাহ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তোমাকে নমস্কার করি আমার পাপ বিনাশ কর" ॥ ২১ ॥

তদনন্তর নিত্য নৈমিত্তিক নিয়ম সম্পাদন পূর্ব্বক সমাহিত মনে প্রতিমায় কিম্বা স্থণ্ডিলে, অথবা সূর্য্যে, কিম্বা জলে অথবা অগ্নিতে, কিম্বা গুরুতে অর্চ্চনা করিবে ॥ ২২ ॥

পূজাকালে নয়টী মন্ত্র বলিয়া ভগবানের আবাহনাদি করিতে হইবে, সেই নয়টী মন্ত্র এই। হে ভগবন্ বাসুদেব! মহত্তর পুরুষ, সর্ব্ব প্রাণির নিবাস স্থান, সর্ব্ব সাক্ষী, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞ এবং সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তক সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম প্রধান পুরুষকে নমস্কার করি ॥২৪

নমো দ্বিশীর্ষ্ণে ত্রিপদে চতুঃশৃঙ্গায় তন্তবে। সপ্তহস্তায় যজ্ঞায় ত্রয়ী বিদ্যাত্মনে নমঃ ॥
নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমঃ শক্তিধরায়চ। সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৫ ॥
নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে। যোগৈশ্বর্য্য শরীরায় নমস্তে যোগহেতবে ॥
নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ। নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ ॥ ২৬ ॥
নমো মরকতশ্যাম বপুষেঽধিগতশ্রিয়ে। কেশবায় নমস্তভ্যং নমস্তে পীতবাসসে ॥
ত্বং সর্ব্ববরদঃ পুংসাং বরেণ্য•বরদর্ষভ। অতস্তে শ্রেয়সে ধীরাঃ পাদরেণুমুপাসতে ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

এবং সামান্যতো নত্বা গুণাবতারান্ প্রণমতি ত্রিভিঃ। তত্রাদৌ মন্ত্রোক্তো যজ্ঞরূপেণ বিষ্ণোঃ প্রণামঃ নম ইতি। দ্বে শীর্ষে যস্য ত্রয়ঃ পাদা যস্য। তন্তবে ফলবিস্তারকায় ত্রয্যাং বিদ্যায়াং আত্মা যস্যেতি ত্রিধা বদ্ধ ইত্যস্যার্থমাহ তথাচ মন্ত্রঃ চত্বারি শৃঙ্গাণি ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাঃ সোঽস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মর্ত্ত্যানাবিবিশেতি মার্গ মুদ্ধরতা লূনঃ সোঽয়ং প্রাক্তৈর্যথা যথং। বিষ্ণুস্তু যজ্ঞ রূপেণ স্তূয়তে তেন তত্ত্বতঃ তথাচ মন্ত্রে চত্বারি শৃঙ্গাণীতি বেদা এব উক্তাঃ। ত্রয়োঽস্য পাদা ইতি সবনানি ত্রীণি দ্বে শীর্ষে প্রায়ণীয়োদয়নীয়ে সপ্ত হস্তাঃ সপ্ত চ্ছন্দাংসি ত্রিধাবদ্ধঃ ত্রেধাবদ্ধঃ মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈঃ বৃষভো রোরবীতি রোরবণং সেবনং ক্রমেণ ঋগ্‌ভির্যর্জুভিঃ সামভিঃ যদেন মৃগ্‌ভিঃ শংসন্তি যজুর্ভির্যজন্তি সামভি স্তবন্তীতি ॥ ২৫ ॥
প্রাণায় সূত্রাত্মনে যোগৈশ্বর্য্যে শরীরং যস্য ॥ ২৬ ॥
অধিগতা প্রাপ্তা শ্রীর্যেন তস্মৈ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

গুণাবতারান্ প্রণমতি ত্রিভিঃ। তত্রাদৌ মন্ত্রোক্ত যজ্ঞরূপিণং বিষ্ণুং প্রণমতি নম ইতি তন্তবে ফলবিস্তারকায়। ত্রয্যাং বিদ্যায়ামাত্মা যস্যেতি ত্রিধা বদ্ধ ইত্যস্যার্থ উক্তঃ। তথাচ মন্ত্রঃ। চত্বারি শৃঙ্গাণি ত্রয়োস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাঃ সোঽস্য ত্রিধাবদ্ধো বৃষভোরোরবীতি মহাদেবো মর্ত্ত্যা নাবিবেশেতি। তথাচ যাস্কঃ চত্বারি শৃঙ্গাণীতি বেদা এবোক্তাঃ। ত্রয়োঽস্য পাদা ইতি সবনানি ত্রীণি দ্বে শীর্ষে প্রায়ণীয়েদয়ানীয়ে। সপ্ত হস্তাঃ সপ্তচ্ছন্দাংসি ত্রিধা বদ্ধঃ ত্রেধাবদ্ধঃ মন্ত্র ব্রাহ্মণ কল্পৈ র্বৃষভোরোরবীতি রোরবণং সবন ক্রমেণ ঋগ্‌ভির্যজুর্ভিঃ সামভিঃ যদেন মৃগ্‌ভিঃ শংসন্তি র্যজুর্ভিঃ যজন্তি সামভিঃ স্তবন্তীতি ॥ ২৫ ॥
প্রাণায় সূত্রাত্মনে যোগৈশ্বর্য্যময়ং শরীরং যস্য তস্মৈ ॥ ২৬। ২৭ ॥

সেই বিষ্ণু যজ্ঞফল বিস্তার কর্ত্তা এবং যজ্ঞরূপী, তাঁহার দুইটী (প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়) শীর্ষ, তিনটী (সবনত্রয়) চরণ, চারিটী (চতুর্ব্বেদ) শৃঙ্গ, সাতটী (সপ্তচ্ছন্দঃ) হস্ত, ত্রয়ীবিদ্যায় তাঁহার আত্মা, তাঁহাকে নমস্কার করি। শিব ও রুদ্র রূপি সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। তিনি শক্তিধর, সর্ব্ব বিদ্যার অধিপতি এবং সর্ব্ব ভূতের পতি, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২৫ ॥

সেই হিরণ্যগর্ভকে নমস্কার, তিনি সত্রমূর্ত্তি, যোগের হেতু, জগতের আত্মা, যোগৈশ্বর্য্য তাঁহার শরীর, তাঁহাকে নমস্কার। ভগবন্! আপনি আদিদেব, সকলের সাক্ষি স্বরূপ, নারায়ণ, ঋষি, নর এবং হরি আপনাকে নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥

হে ভগবন্! আপনি কেশব, আপনকার শরীর মরকতের ন্যায় শ্যামবর্ণ, আপনকার বসন পীতবর্ণ, আপনি শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার নমস্কার। হে বরেণ্য! হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি পুরুষদিগের সর্ব্ব বরদাতা, অতএব বীরজন কল্যাণার্থ আপনকার পাদরেণুর উপাসনা করেন ॥ ২৭ ॥

অন্ববর্ত্তন্ত যং দেবাঃ শ্রীশ্চ তৎ পাদপদ্ময়োঃ। স্পৃহয়ন্ত ইবামোদং ভগবান্ মে প্রসীদতাং ॥২৮॥
এতৈর্ম্মন্ত্রৈর্হৃষীকেশমাবাহন পুরস্কৃতং। অর্চ্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ ॥
অর্চ্চিত্বা গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ পয়সা স্নাপয়েদ্বিভুং। বস্ত্রোপবীতাভরণ পাদ্যোপস্পর্শ নৈস্ততঃ ॥
গন্ধ ধূপাদিভিশ্চার্চ্চেৎ দ্বাদশাক্ষর বিদ্যয়া ॥ ২৯ ॥
শৃতং পয়সি নৈবেদ্যং শাল্যন্নং বিভবে সতি ॥ ৩০ ॥
সসর্পিঃ সগুড়ং দত্ত্বা জুহুয়ান্মূল বিদ্যয়া। নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাৎ ভুঞ্জীত বা স্বয়ং ॥ ৩১ ॥
দত্ত্বাচমনমর্চ্চিত্বা তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ। জপেদষ্টোত্তরশতং স্তুবীত স্তুতিভিঃ প্রভুং ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তৎপাদপদ্ময়োরামোদং স্পৃহয়ন্ত ইব দেবাশ্চ শ্রীশ্চ যমন্ববর্ত্তন্ত সমে প্রসীদতু ॥ ২৮ ॥
আবাহনেন পুরস্কৃতং সম্মানিতং ॥ ২৯ ॥
পয়সি শৃতং পক্কং পায়সং ॥ ৩০ ॥
মূল বিদ্যয়া দ্বাদশাক্ষরেণৈব ॥ ৩১ ॥
পূর্ব্বোক্তাভিরন্যাভিশ্চ স্তুতিভিঃ ॥ ৩২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

নিবেদিতমিত্যর্দ্ধকং। ভুঞ্জীতবেতি বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে ॥ ৩১। ৩২। ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

তৎপাদপদ্ময়োরামোদং স্পৃহয়ন্ত ইব দেবাশ্চ শ্রীশ্চ যমন্ববর্ত্তন্ত স মে প্রসীদতু ॥ ২৮ ॥
এতৈর্ম্মন্ত্রৈরাবাহনেন পুরস্কৃতং সংমানিতং স্বঃ পুরস্থীকৃতমিতি বা। উপস্পর্শন মাচমনীয়ং ॥
প্রথমং পাদ্যাদিভি রর্চ্চিত্বা স্নাপয়েৎ। স্নাপয়িত্বা বস্ত্রোপবীতাভরণ পরিধাপনানন্তরং পুনরপি পাদ্যাদিভিশ্চকারেণান্যৈ-রপি বহুভিরুপচারৈঃ পাদ্যাদি দানে সর্ব্বত্র মন্ত্রমাহ দ্বাদশেতি ॥ ২৯ ॥
পয়সি শৃতং পক্কং পরমান্নং ॥ ৩০ ॥
নিবেদিতং সর্ব্বমেব দদ্যাৎ কিঞ্চিৎ দত্ত্বা বা ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ৩১। ৩২ ॥

অহো! দেবগণ এবং লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্মের সৌরভ স্পৃহা করিয়া অনুবৃত্তি করেন সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৮ ॥

হে ভদ্রে! এই সকল মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পাদ্যাদি প্রদানানন্তর ভগবান্ হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর গন্ধ মাল্যাদি দিয়া পূজা করিয়া দুগ্ধ দ্বারা সেই বিভুকে স্নান করাইবে। তাহার পর বসন ভূষণ যজ্ঞোপবীত, পাদ্য, গন্ধ এবং ধূপাদি প্রদান পূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ২৯ ॥

হে সতি! যদি বিভব থাকে তাহা হইলে দুগ্ধে শাল্যন্ন পাক করিয়া পায়সের নৈবেদ্য করিবে ॥৩০

পরে ঘৃত ও গুড় সহিত সেই পায়স নিবেদন পূর্ব্বক মূল বিদ্যা অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। তদনন্তর নিবেদিত দ্রব্যজাত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবে অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ৩১ ॥

ভদ্রে! পূজার পর আচমন দিয়া তাম্বূল নিবেদন করিতে হইবে। তদনন্তর অষ্টোত্তর শতবার মূল মন্ত্র জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্য স্তুতি দ্বারা প্রভুর স্তব করিবে ॥ ৩২ ॥

কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণমেদ্দণ্ডবন্মুদা। কৃত্বা শিরসি তচ্ছেষাং দেবমুদ্বাসয়েত্ততঃ ॥ ৩৩ ॥
দ্ব্যবরান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পায়সেন যথোচিতং। ভুঞ্জীত তৈরনুজ্ঞাতঃ সেষ্টঃ শেষং সভাজিতৈঃ ॥৩৪॥
ব্রহ্মচার্য্যথ তদ্রাত্র্যাং শ্বোভূতে প্রথমেঽহনি। স্নাতঃ শুচির্যথোক্তেন বিধিনা সুসমাহিতঃ ॥৩৫॥
পয়সা স্নাপয়িত্বার্চ্চেদ্যাবদ্ব্রতসমাপনং। পয়োভক্ষ্যো ব্রতমিদং চরেদ্বিষ্ণ্বর্চ্চনাদৃতঃ ॥
পূর্ব্ববজ্জুহুয়াদগ্নিং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ। এবন্ত্বহরহঃকুর্য্যাদ্দ্বাদশাহং পয়োব্রতং ॥
হরেরারাধনং হোমমর্হণং দ্বিজতর্পণং। প্রতিপদ্দিনমারভ্য যাবচ্ছুক্লত্রয়োদশীং ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মচর্য্যমধঃ স্বপ্নং স্নানং ত্রিসবনঞ্চরেৎ। বর্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তস্য শেষাং নির্ম্মাল্যং ॥ ৩৩ ॥
দ্বৌ অবরৌ যেষাং তান্ অসম্ভবে দ্বাবপি ভোজয়েদিত্যর্থঃ। সভাজিতৈস্তৈরনুজ্ঞাতঃ সন্ সেষ্টঃ বন্ধুভিঃ সহিতঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্যাং রাত্র্যাং ব্রহ্মচারী সন্ শ্বোভূতে প্রভাতে সতি ॥ ৩৫ ॥
পয় এব ভক্ষ্য আহারো যস্য ॥ ৩৬ ॥
অধঃ স্বপ্নং শয়নং ॥ ৩৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

দ্বৌ অবরৌ কনিষ্ঠপক্ষৌ যেষাং। দ্বৌ অবরসংখ্যৌ যেষাং তাং স্ত্র্যাদীনিতি বা ॥ ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

শেষাং নির্ম্মাল্যং উদ্বাসো বিসর্জ্জনং ॥ ৩৩ ॥
দ্বৌ অবরৌ যেষাং অসামর্থ্যে দ্বাবপি ভোজয়েৎ। সভাজিতৈঃ স্রক্ তাম্বূলাদিনা পূজিতৈস্তৈর্দত্তাজ্ঞঃ সন্ সেষ্টঃ বন্ধুসহিতঃ ॥ ৪৪
শ্বোভূতে প্রভাতে সতি ॥ ৩৪। ৩৫ ॥
শুক্লত্রয়োদশীতি প্রথমান্তো দ্বিতীয়ান্তশ্চ কাচিৎকঃ পাঠঃ ॥ ৩৬ ॥
স্বপ্নং শয়নং ॥ ৩৭ ॥

তাহার পর প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং নির্ম্মাল্য গ্রহণানন্তর দেবতাকে বিসর্জন দিবে ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর পায়স দ্বারা দুইয়ের অন্যূন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে পরে বিপ্রদিগের অনুমতি লইয়া বন্ধু বান্ধব সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর সেই রাত্রিতে ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিয়া প্রভাত হইলে প্রথম দিন প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান ও শুচি এবং সমাহিত হইবে ॥ ৩৫ ॥

তাহার পর দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিবে, যাবৎ ব্রত সমাপন না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ঐরূপ করিতে হইবে। হে দেবি! পয়োমাত্র ভক্ষণ করিয়া বিষ্ণুপূজনে কৃতাদর হওত ঐ প্রকারে ব্রত করিবে এবং পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে হোম করিবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই রূপে দ্বাদশাহ যাবৎ অহরহঃ পয়োব্রত করিবে। অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথি অবধি শুক্লা ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত হোম, পূজন এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি দ্বারা হরির আরাধনা করিবে ॥ ৩৬ ॥

ঐ দ্বাদশ দিন ব্রহ্মচর্য্য, অধঃশয়ন অর্থাৎ ভূমি শয়ন এবং ত্রিসন্ধ্য স্নান করা আবশ্যক এবং অসৎ আলাপ ও উচ্চাবচ ভোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৭ ॥

অহিংস্রঃ সর্ব্ব ভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ। ত্রয়োদশ্যামথো বিষ্ণোঃ স্নপনং পঞ্চকৈর্ব্বিভোঃ ॥
কারয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা বিধিকোবিদৈঃ। পূজাঞ্চ মহতীং কুর্য্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥
চরুং নিরূপ্য পয়সি শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে। সূক্তেন তেন পুরুষং যজেত সুসমাহিতঃ ॥
নৈবেদ্যঞ্চাতিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষ তুষ্টিদং। আচার্য্যং জ্ঞানসম্পন্নং বস্ত্রাভরণধেনুভিঃ ॥
তোষয়েদৃত্বিজশ্চৈব তদ্বিদ্ধ্যারাধনং হরেঃ। ভোজয়েত্তান্ গুণবতা সদন্নেন শুচিস্মিতে ॥
অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা যেচ তত্র সমাগতাঃ। দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যশ্চ যথার্হতঃ ॥
অন্নাদ্যেনাশ্বপাকাংশ্চ প্রীণয়েৎ সমুপাগতান্। ভুক্তবৎস্বথ সর্ব্বেষু দীনান্ধ কৃপণাদিষু ॥
বিষ্ণোস্তৎপ্রীণনং বিদ্বান্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ। নৃত্যবাদিত্র গীতৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্বস্তিবাচকৈঃ ॥
কারয়েৎ তৎ কথাভিশ্চ পূজাং ভগবতোঽন্বহং ॥ ৩৮ ॥
এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরং। পিতামহেনাভিহিতং ময়া তে সমুদাহৃতং ॥
ত্বঞ্চানেন মহাভাগে সম্যক্ চীর্ণেন কেশবং। আত্মনা শুদ্ধভাবেন ভজনীয়ং ভজাব্যয়ং ॥ ৩৯ ॥
অয়ং বৈ সর্ব্ব যজ্ঞাখ্যঃ সর্ব্বব্রতমিদং স্মৃতং। তপঃসারমিদং ভদ্রে দানঞ্চেশ্বরতর্পণং ॥

শ্রীধরস্বামী।

পঞ্চকৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ময়াচ তে সমুদাহৃতং ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্ব যজ্ঞাখ্যোয়ং যজ্ঞঃ সর্ব্বব্রতমিতিচ স্মৃতমেতদ্ব্রতং ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

পঞ্চকৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ ॥ ৩৮। ৩৯ ॥
সর্ব্ব যজ্ঞাখ্যোয়ং যজ্ঞ ইত্যানেনৈকেনৈব সর্ব্বযজ্ঞাঃ কৃতা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবমিদং সর্ব্বব্রতং তপঃ সারমিতি অস্য সর্ব্বতপ

দ্বাদশাহ গত হইলে ত্রয়োদশী তিথিতে সর্ব্ব প্রাণির অহিংসক এবং বাসুদেব পরায়ণ হইয়া বিধি দর্শিদিগের দ্বারা পঞ্চামৃত দিয়া শাস্ত্র দৃষ্ট বিধান ক্রমে বিষ্ণুর স্নান করাইবে আর বিত্তশাঠ্য বিসর্জন পূর্ব্বক মহতী পূজা করিবে। পরে দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে এবং উত্তম রূপ সমাহিত হইয়া উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা পরম পুরুষের অর্চ্চনা করিবে। অপর যাহাতে পরম পুরুষের তুষ্টি হয় তাদৃশ গুণবৎ নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তদনন্তর বস্ত্রালঙ্কার ও ধেনু দিয়া জ্ঞান সম্পন্ন আচার্য্য ও পুরোহিতদিগের সন্তোষ জন্মাইবে। হে সতি! ঐ সকলের সন্তোষ উৎপাদনই হরির আরাধনা অতএব ঐ সকল ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহাদিগকে শক্ত্যনুসারে উত্তম উত্তম ভক্ষ্য ভক্ষণ করাইবে। তৎপরে গুরু এবং ঋত্বিক্‌গণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিবে। পরিশেষে আর আর যে সকল ব্যক্তি সমাগত হয় তাহাদিগকে অন্নাদি দিয়া তৃপ্ত করিবে। হে সাধ্বি! দীন অন্ধ কৃপণাদি সমস্ত ব্যক্তির ভোজন হইলেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীত হইল জানিয়া পরে আপনি বন্ধুবর্গ সহিত ভোজন করিবে। ভদ্রে! ব্রতের সময় প্রতিদিনই নৃত্য গীত বাদ্য স্তুতি পাঠ স্বস্তিবাচন এবং ভগবৎ কথা ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩৮ ॥

হে মহাভাগে! ইহার নাম পয়োব্রত, ইহা পরম পুরুষের আরাধনমাত্র। পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে এই ব্রত বলিয়াছেন, আমি প্রীত চিত্তে তোমাকে বলিলাম। তুমি এই ব্রত সম্যক্‌রূপে আচরণ করিয়া এতদ্দ্বারা ভজনীয় অব্যয় ভগবানের আরাধনা কর ॥ ৩৯ ॥

হে ভদ্রে! ইহারই নাম সর্ব্বযজ্ঞ, ইহাই সর্ব্বব্রত, ইহাই তপঃসার, ইহাই মহৎ দান, ইহাই ঈশ্বর

তএব নিয়মাঃ সাক্ষাত্ত এবচ যমোত্তমাঃ। তপোদানং ব্রতং যজ্ঞো যেন তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥
তস্মাদেতদ্ব্রতং ভদ্রে প্রযতা শ্রদ্ধয়া চর। ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাশু বিধাস্যতি॥ ৪০॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে কশ্যপাদিতি সম্বাদে পয়োব্রতকথনং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ॥
ইত্যুক্তা সা দিতী রাজন্ স্বভর্ত্রা কশ্যপেন বৈ। অন্বতিষ্ঠদ্ব্রতমিদং দ্বাদশাহমতন্দ্রিতা॥
চিন্তয়ন্ত্যেকয়া বুদ্ধ্যা মহাপুরুষমীশ্বরং। প্রগৃহ্যেন্দ্রিয় দুষ্টাশ্বান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ॥
মনশ্চৈকাগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা ভগবত্যখিলাত্মনি। বাসুদেবে সমাধায় চচারহ পয়োব্রতং॥

শ্রীধরস্বামী।

॥ * ॥ ইত্যষ্টমে ষোড়শঃ ॥ * ॥

ততঃ সপ্তদশেঽদিত্যা কৃতে তস্মিন্ ব্রতে হরিঃ। তৎকাম পূরণায়াদৌ তৎ পুত্রোঽভূদিতির্যতে॥ ১॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

পুনঃ সা চক্ষুষা পিবন্তীবোদ্বীক্ষমাণা বভূবেত্যর্থঃ॥ ১। ২। ৩। ৪॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

স্বাদিতি ভাবঃ। তেন যজ্ঞসার ব্রতসার দানসার শব্দেনাপীদং বাচ্যমিতি দ্যোতিতং। ঈশ্বরতর্পণঞ্চেতি চকারাদীশ্বর তর্পণোঽয়ং যজ্ঞঃ ঈশ্বর তর্পণং ব্রতমিত্যেবঞ্চ বাচ্যং॥

ঈশ্বরতর্পণং বিনা সর্ব্বমেব বিফলমিতি দিগ্দর্শনেনাহ ত এবেতি। অন্যে নিয়মাদ্যাএব ন স্যুঃ। যেনেতি নপুংসক ন নপুংসকেনেত্যাদিনৈকত্বং॥ ৪০॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। অষ্টমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ব্রতিন্যেবাদিতি র্বিষ্ণুং পশ্যন্তী তুষ্টুবে সতাং। আশ্বাস্যাভূৎ সুতোব্রহ্মংস্ততঃ সপ্তদশে প্রভুঃ॥ ০॥

মনসা প্রগৃহ্য প্রগ্রহরূপেণ মনসা বশীকৃত্যেত্যর্থঃ। মনোরশ্মির্ব্বুদ্ধি সুত ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। একাগ্র্যয়া একাগ্রী কৃতয়া বুদ্ধ্যা

তর্পণ। অপর যাহাতে ভগবান্ অধোক্ষজের সন্তোষ হয়, তাহাই নিয়ম, তাহাই উত্তম সংযম, তাহাই তপস্যা, তাহাই দান, তাহাই ব্রত, তাহাই যজ্ঞ॥ ৪০॥

অতএব তুমি সংযতা হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই ব্রত আচরণ করহ, ইহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া শীঘ্রই তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিবেন॥ ৪১॥

॥ * ॥ ইতি অষ্টমে ষোড়শ ॥ * ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ে অদিতি পয়োব্রত আচরণ করিলে তদীয় কামনা পূরণার্থ ভগবান্ হরির তৎ পুত্রত্ব স্বীকার॥ ০॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! আপনার স্বামী মহর্ষি কশ্যপ ঐ প্রকার উপদেশ করিলে অদিতি অনলস হইয়া দ্বাদশ দিবস সাধ্য ঐ ব্রত আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে সারথি করিয়া ইন্দ্রিয় রূপ দুষ্ট অশ্ব সকলকে নিগ্রহ করত এক চিত্তে মহাপুরুষ ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা অখিলাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে মনঃ সমাধান করত অহরহঃ পয়োব্রত করিতে লাগিলেন। হে তাত! অদিতির ব্রতাচারণে ভগবান্ আদিপুরুষ পরিতুষ্ট হইয়া অচিরেই পীতবসন পরিধান এবং চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে